বিড়ালের বদভ্যাস ও তাঁড়ানোর কায়দা

বাংলাদেশে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, বিড়াল নিজের বাড়িতে পয়ঃ নিষ্কাশন করতে পছন্দ করে না। যুক্তি হল – বিড়াল ভিজা জায়গা পছন্দ করে না এবং সে তার নিজের বাড়ি শুকনো ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে চায়। অস্ট্রেলিয়ার বিড়ালের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য যদি মনিব বিড়ালের পয়ঃ বিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাটি করে না দেন। তবে অস্ট্রেলিয়াতে অধিকাংশ মনিবই কাজটি করে থাকেন। যারা করেন না তারা বুঝতে পারেন না প্রতিবেশীর জন্য এদের বিড়ালটি কত বিরক্তিকর ও ব্যদনাদায়ক। এখানকার মনিবরা অবশ্য পছন্দনীয় খাবারটি দিতে ভুলেন না। পক্ষান্ত রে আমাদের দেশে বিড়ালরা মনিবের উচ্ছিষ্ঠ খাবার পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। না পেলে চুরি করে খায়। অবশ্য চুরি করলে মার খাওয়ার ভয় থাকে, তবে সেটা মনিবের উপর নির্ভর করে। কারণ কিছু কিছু মনিব মনে করে বিড়াল মারলে ব্রাহ্মণকে সোয়াসের লবন দানসহ অনেক তন্ত্র মন্ত্রের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত করতে হয়। এগুলো অবশ্য মানুষকে বিড়াল মারা থেকে বিরত রাখার জন্য ভয় দেখানো কথা।

সম্প্রতি সিডনিতে এক বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে বিড়াল নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যই এ লেখাটির অবতারণা। দুপুরের খাবার শেষে ছোট–বড় অনেকে মিলে বাসার সামনে শীতের রৌদ্র পোহানোর ছলে আডডা দিচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে চোখে পড়লো দাওয়াতি বাড়ির মালিক বাগানে দাঁড়ানো একটি বিড়ালকে ছোট ছোট পাথর দিয়ে ঢিল মারছে। তবে ঢিল মারছে খুব সাবধানে যাতে ব্যথা না পায়। আশ্চর্য্যের ব্যপার হলো বিড়ালটি দুরে সরে যাচ্ছে না বরং পুতুলের মতো নেচে নেচে উঠছে প্রতিটা ঢিলের সাথে সাথে। বিড়ালটি ভাবছে তাকে খাবার দেয়া হচ্ছে অথবা তার সাথে খেলা হচ্ছে। তাকে যে মার দিয়ে তাঁড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারছে না।

ছোট ছোট অনেকগুলো শিশু ব্যপারটি দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছিল। তবে আমার পাশে দাঁড়ানো আমার ১০ বৎসর বয়সি মেয়েটি ব্যপারটি সহজভাবে নিতে পারছিল না। সে আমাকে নিরবতা বজায় রেখে বললো – "বাবা, আঙ্কেল এটা কি করছে? এটা করা ঠিক হচ্ছে না।" এমতাবস্থায় আমি আশে পাশের সবদিক তাকিয়ে দেখছিলাম কোন প্রতিবেশী বা পথিক বিড়াল তাঁড়ানোর নির্দয় কায়দাটি দেখে ফেলছে কিনা। সেক্ষেত্রে বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন অতিথি কৌতুক করে বললো – "সম্ভবত বিড়ালটি জানেই না মার কি জিনিস, কারণ সেতো মার খাওয়ার পরিবেশে বড় হয়নি।"

অল্প কিছুক্ষন পর আমি গৃহস্থ বন্ধুটির পাশে গিয়ে বিড়ালটিকে মারার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর শুনে যা বুঝলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল উনি বিড়ালটির উপর ভীষন খ্যাপা। কারণ বিড়ালটি তার সারাদিনের বিয়োগের কর্মটি উনার বাগানে সারে এবং এতে অনেক গন্ধের জন্য বাগানে কাজ করা দুরে থাক কাছেই আসা যায় না। আমি তখন বন্ধুটিকে বললাম যে আপনার এ স্ট্রেটেজিতে বিড়াল তাঁড়ানো স্থায়ী হবে না বরং এতে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমার ক্ষেত্রে এমনি একটি সমস্যা হয়েছিল যা আমি অন্যভাবে সমাধান করেছি। তারপর উনাকে কিছু পন্থা সংক্ষিপ্তভাবে বলে এসেছি যেগুলো নিম্নরূপঃ

পন্থা ১ঃ কিছু খালি কোকের বোতলের গায়ের লেভেল খুলে পানি ভর্তি করে বাগানের বেডের যত্রতত্র যতগুলো সম্ভব রেখে দিন। বিড়াল এগুলো দেখে ভিজে যাবার ভয়ে বেডে আসবে না।

পন্থা ২ঃ পন্থা ১ কাজ না করলে এই পন্থাটি অবলম্বন করবেন। সেটি হলো – Woolworth অথবা এ জাতীয় দোকান গুলো থেকে বিড়াল বা কুকুর তাঁড়ানোর জেলির মতো বা বড়ি জাতীয় একটি

জিনিস পাওয়া যায়। সেগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী বেডের বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিলে কাজ হতে পারে ।

পন্থা ৩ঃ প্রায় সপ্তাহ খানেক বাগানের বেড সকাল–বিকাল নিয়মিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন। যেহেতু বিড়াল ভিজা যায়গা একেবারেই পছন্দ করে না, এভাবে প্রতিদিন কাজটি আপনার বাগানে সারতে ব্যর্থ হয়ে অন্য কোন জায়গা খুজে নিবে এবং আপনার বাগানটি ভুলে যাবে বা তার নিজের মনিবের বাড়িতেই অভ্যাস করে নিবে।

পন্থা ৪ঃ উপরোক্ত সবগুলো পন্থায় ব্যর্থ হলে এ পন্থাটি অবলম্বন করবেন যা একটু সাবধানে করতে হবে। প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিন বিড়ালটি কোন বাসার। তারপর ছুটির দিনে ঐ বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে একটু কথা বলার অনুমতি চেয়ে ব্যপারটি খোলাখুলিভাবে বলবেন। শুরুতে বিড়ালটির প্রসংশা করতে ভুলবেন না। আপনি কতদিন যাবৎ সমস্যাটি পোহাচ্ছেন তা উল্লেখ করবেন এবং এও বলবেন যে আপনি এতদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিলেন বিড়ালটির অভ্যাস হয়তো একদিন পরিবর্তন হয়ে যাবে। তা না হওয়াতে আজ ওর সহায়তা কামনা করছেন। বিড়ালের মালিক অসামাজিক গোত্রের না হলে বিড়ালটির টয়লেট ট্রেনিং উন্নত করা সহ অন্য বাড়ি যাওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে যার ভুরি ভুরি উপায় রয়েছে।

প্রায় মাস খানেক পর বন্ধুটির খবর নিয়ে জানা গেল যে উনি পন্থা ১ এবং পন্থা ৩ এর সমন্বয় ঘটিয়ে প্রায় সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। শুনে খুশি হয়েছি যে উনাকে কঠিন পন্থা ৪ এ যেতে হয়নি।

যাহউক, পন্থা ৪ এ যাওয়ার আগে আরও কিছু সাধারণ চেষ্টা করা যেতে পারে, যেমন – (১) বাগানের মাটি–উন্মুক্ত জায়গায় গোলাপ গাছের ঢাল কেটে রেখে দিতে পারেন, (২) বাগানের বেড ভালভাবে মালচিং করে দিতে পারেন, (৩) সাইট্রাস বিড়ালের খুব অপছন্দ, তাই লেবুর টুকরা বা লেবুর রস পানিতে মিশিয়ে বেডে স্প্রে করে দিতে পারেন।

পরিশেষে এমন একটি উপায় বলে শেষ করবো যা মন্ত্রের মতো কাজ করে কিন্তু আমাদের অনেকেই সেটা অবলম্বন করতে প্রস্তুত নই– আর সেটা হলো বাড়িতে একটি কুকুর পোষা। তবে আমাদের আগামী প্রজন্ম যে সেটা করবে এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই।

প্রদীপ সাহা
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া